৩৫৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 27 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছে না

শরিফুজ্জামান পিন্টু

মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় যোগ্যপ্রার্থী না পাবার কারণে দেশের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান শূন্য পদের শতকরা ৩০ ভাগ পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। গত ১৭ মে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত ৮১টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রেখে ব্যকি ২শ' ১৯ জন সহকারী শিক্ষক চূড়ান্তভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে দেশের সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে আরও প্রায় তিন শ' পদ খালি হয়েছে। এসব পদের মধ্যেও মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত প্রায় ৯০টি পদ পূরণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। খবর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা গেছে, সংরক্ষিত পদ নিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর বিপাকে পড়েছে। সরকারী এই নিয়ম একদিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়, অন্যদিকে শিক্ষক সঙ্কটের কারণে শিক্ষার্থীদের ক্ষতিও মেনে নেয়া যায় না। এমতাবস্থায় অধিদফতর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত শতকরা ৩০ ভাগ কোটা পূরণের জন্য আবারও দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। এর পরও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান পাওয়া না গেলে তাদের পদগুলো সংরক্ষণমুক্ত করে মেধার ভিত্তিতে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সূত্র জানায়, '৯৮ সালের প্রথম দিকে সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান তিন শ' শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। এসব পদের মধ্যে ৮৭টি পদ ছিল মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা মাত্র ছয়টি পদ পূরণ করতে পেরেছে। সূত্র জানায়, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কোটায় আবেদনপত্র পড়েছে ঠিকই কিন্তু যথাযথ মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র না থাকায় বেশিরভাগ আবেদন বাতিল হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত পদে আবেদন করতে হলে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও প্রধান উপদেষ্টার (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী) প্রতিস্বাক্ষর সংবলিত সনদপত্র জমা দিতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ প্রার্থী সংরক্ষিত পদের জন্য এই ধরনের সনদপত্র সংযুক্ত না করেই আবেদন করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আবারও বিজ্ঞাপন দেবার পর মুক্তিযোদ্ধা সন্তানরা তাদের কোটা পূরণ করতে না পারলে পদগুলো সংরক্ষণমুক্ত করে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।